গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.gov.bd

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আগস্ট, ২০১৯ (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত) মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোহাম্মদ ইউসুফ
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

তারিখ : ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ।

সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'-তে দেখানো হলো।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
১.	গত ২২/০৮/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।	গত ২২/০৮/২০১৯ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী-তে কোন সংশোধনী না থাকায় নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব করা হয়। **সিদ্ধান্ত-১:** ২২/০৮/২০১৯ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।	প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা।
২.	**বাজারদর পর্যালোচনাঃ** ঢাকা শহরে চাল (মাঝারী), মসুর (দেশী), পিঁয়াজ (দেশী ও আমদানীকৃত), রসুন (দেশী ও আমদানীকৃত), আদা (দেশী ও আমদানীকৃত), আলু হল্যান্ড এর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ০৭টি বিভাগে আলু (হল্যান্ড সাদা), রসুন (দেশী ও আমদানীকৃত), পিঁয়াজ (দেশী ও আমদানীকৃত), আদা (দেশী ও আমদানীকৃত), টমেটো ও ডিম(হাঁস ও মুরগী)-এর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।	বাজার মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) সভায় ঢাকা মহানগরী এবং ঢাকা মহানগরীর সাথে ০৭টি বিভাগের তুলনামূলক ০২টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন (পরিশিষ্ট-'খ')। বাজারদর পর্যালোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		১: (ক) ঢাকার সাথে লোকাল বাজারের চালের মূল্যের বড় ধরনের পার্থক্য থাকার কারণ নির্ণয় ও করণীয় নির্ধারণ পূর্বক উপ-পরিচালকগণ লিখিত সুপারিশ প্রদান করবেন। প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা শাখা এর উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। যে সকল পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে পিঁয়াজ (দেশী ও আমদানীকৃত), রসুন (দেশী ও আমদানীকৃত), আদা (দেশী ও আমদানীকৃত), আলু (হল্যান্ড সাদা), ডিম(হাঁস ও মুরগী) সহ সকল কৃষিপণ্যের দাম সহনীয় রাখার লক্ষ্যে বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ মনিটরিং জোরদার করবেন এবং পণ্য মূল্য বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যাসহ যথাসময়ে সদর দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই(সকল)

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		খ) বাজারদর সংগ্রহকারীরা প্রকৃত অর্থেই যেন বাজারদর সংগ্রহ করে সে ব্যাপারে একটি নির্দেশনা পত্র প্রেরণ করতে হবে। বিভাগীয় সহকারী পরিচালকগণ অনলাইন বাজারদর যাচাই এবং মনিটরিং কর্মকর্তা হিসেবে নিজ নিজ জেলা কর্মকর্তাদের মনিটরিং করবেন। যে সকল জেলা থেকে কৃষকপ্রাপ্ত সাপ্তাহিক বাজারদর প্রেরণ করা হয়নি সে সকল জেলাকে সময়মত প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। বিভাগীয় সহকারী পরিচালক (সকল)।
৩.	বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান শাখাঃ জেলা হতে যৌক্তিক মূল্যের প্রাপ্ত প্রতিবেদন ৬৪টি। যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়ন সন্তোষজনক।	১: (ক) কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ মোতাবেক কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নে বিভাগসমূহে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা আগামী সভায় উল্লেখ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		খ) যৌক্তিক মূল্য বিষয়ে ঢাকা শহরে যেভাবে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঐ একই প্রক্রিয়ায় বিভাগ ও সকল জেলায় যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		গ) কৃষি পণ্যের ব্রান্ডিং এর জন্য কি করা যেতে পারে তার রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। সকল উপ-পরিচালক বিভাগ থেকে কি কি পণ্য ব্রান্ডিং করা যায় তা যাচাই পূর্বক মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		ঘ) আগামী ০১ মাসের মধ্যে জেলাগুলোতে নিরাপদ খাদ্য ও কৃষি পণ্য বিপণন কর্ণার চালু করতে হবে এবং আগামী সভায় কোন ডিডি কতটা কর্ণার চালু করতে পেরেছে তা জানাতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক ডিএমও/ডিএমআই
৪.	গবেষণা শাখাঃ সারাদেশে মোট ৩৭২টি চালু হিমাগার রয়েছে, মোট ধারণ ক্ষমতা ২৯.২৯৬ লক্ষ মেঃ টন। ২০১৯ সনে আলু সংরক্ষিত হয়েছে (খাবার আলু ১৬.৯০ লক্ষ মেঃ টন ও বীজ আলু ৬.৮৮ লক্ষ মেঃটন)= ২৩.৭৮ লক্ষ মেঃ টন। সভায় গবেষণা শাখা কর্তৃক বর্তমান অর্থবছরে ৬টি ফসলের Value Chain Analysis-কার্যক্রমের অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় ৪টি ফসলের Value Chain Analysis-কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ফুল ও আমের Value Chain Analysis-কার্যক্রম চলমান আছে।	১:(ক) আম ও ফুলের Value Chain Analysis সম্পন্ন পূর্বক মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।	উপ-পরিচালক (গবেষণা)।
		খ) সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের উৎপাদন তথ্য, আমদানী, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)/ডিএমও/ডিএমআই
		গ) গবেষণা শাখার কার্যক্রম আরও বাড়াতে হবে এবং কি কি নতুন বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে তা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	উপ-পরিচালক (গবেষণা)
		ঘ) ধান, চাল, পিঁয়াজ, আদা, আলু এবং টমেটোর উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানীর তথ্য এবং ধান ও দেশীয় ফলের উৎপাদন তথ্য প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন এবং প্রত্যেক শাখায় প্রেরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	উপ-পরিচালক (গবেষণা)

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		ঙ) কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্রিকা, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত সংবাদ সংগ্রহ ও সংকলন করে প্রতিমাসে মহাপরিচালক বরাবর এবং সকল শাখায় প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।	উপ-পরিচালক (গবেষণা)
৫.	আরইটিসি শাখা সারাদেশে মোট প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংখ্যা ৯৪৯টি। আগস্ট/১৯ মাসে লাইসেন্স বাবদ আদায়-১৫,৩২,১৫০/- টাকা। গত ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে লাইসেন্স বাবদ মোট আদায়-১,৬৭,২২,৫১০ টাকা।	১:(ক) নতুন-নতুন ব্যবসায়ীকে লাইসেন্সের আওতায় আনয়ন পূর্বক লাইসেন্সের সংখ্যা ও নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ জন্য মাঠ পর্যায়ে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		খ) বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণকে ননট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার পত্র দেয়া হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)।
		গ) লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজিকরণে অনলাইন লাইসেন্স প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)।
	২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের বিভাগ ওয়ারী ননট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২:(ক) প্রতিমাসে বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের মাসিক প্রশিক্ষণের রিপোর্ট প্রেরণ করতে হবে।	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
		খ) APA চুক্তি অনুসারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)/সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
		গ) উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ/প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করবেন।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)।
		ঘ) সমন্বয় সভা প্রতি মাসের ২য় সপ্তাহ সোম/মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)।
		ঙ) সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রত্যেক মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		(চ) যৌক্তিক মূল্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)
		ছ) কৃষি বিপণন বিধিমালাতে যৌক্তিক মূল্যের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)
		জ) বিভাগীয় পর্যায় হতে কৃষক/উদ্যোক্তাসহ প্রশিক্ষণের প্রতিবেদন আবশ্যিকভাবে প্রতিমাসের ২৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		ঝ) ডিপিপি এবং পিপিএনবি প্রণয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)।
	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জেলা ভিত্তিক বিভাজন।	৩:ক) বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণের সাথে আলোচনা করে ৬৪টি জেলাকে ১২টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী বিভাজন সম্পন্ন করা হয় এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট পত্র প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল) উপ-পরিচালক (আরইটিসি)।
৬.	নীতি ও পরিকল্পনা শাখাঃ ০১টি নতুন প্রকল্প।	১: (ক) নতুন প্রকল্পের সারসংক্ষেপ তৈরী করে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ জেলা বাজার কর্মকর্তার মাধ্যমে এ মাসের মধ্যেই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করবেন।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
		(খ) আম, আনারস, কলা ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে (স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে) একটি প্রকল্প প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক, রংপুর
		(গ) বাজারদর প্রদর্শনের জন্য অন-লাইনে ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন কর্মসূচী সম্প্রসারিত আকারে নিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।	কর্মসূচী পরিচালক অনলাইন প্রাইজ মনিটিং ও ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী।
		ঘ) প্রত্যেক উপ-পরিচালক স্ব স্ব এলাকা ভিত্তিক ডিপিপি/পিপিএনবি (প্রকল্প/কর্মসূচী) আগামী ৩০ নভেম্বর, ২০১৯ এর মধ্যে জমা দিবেন।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) ও বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
৭.	**গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখাঃ** মোট গুদাম ৮১টি, শস্য জমার পরিমান ২০৬ মেঃ টন, ঋণ বিতরণ ৬.৪০ লক্ষ, এফডিআর ২৯.১৩ লক্ষ টাকা, ঋণ খেলাপী গুদামের সংখ্যা ১৫টি, আগস্ট/১৯ পর্যন্ত খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৬৬.৭৩ লক্ষ টাকা।	১: (ক) নীতিমালার সংশোধন বিষয়ে শগঋক এর মাঠ পর্যায়ের যে সব অফিস হতে এখনও প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি সেসকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও গুদাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আগামী ২৫/০৯/২০১৯ তারিখের মধ্যে শগঋক-এর নীতিমালায় কোন পরিবর্তন/সংশোধন করতে হবে কিনা তা জানানোর জন্য পুণরায় তাগাদা পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)।
		খ) শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম উন্নয়ন এবং কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে করণীয় বিষয় দুটিকে একত্র করে বড় আকারে একটি workshop এর আয়োজন করতে হবে।	উপ-পরিচালক (পিপি) উপ-পরিচালক (শগঋক) উপ-পরিচালক(আরইটিসি)
		গ) রংপুর ও মাগুরাসহ ০৫টি গুদামের অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)।
		ঘ) শগঋক কার্যক্রম জনপ্রিয়করণে/সম্প্রসারণে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং কার্যক্রমের তালিকা প্রস্তুত করে মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	উপ-পরিচালক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/মাঠ কর্মকর্তা (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		ঙ) শগঋক এর কার্যক্রম, শগঋক কার্যক্রমের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ ও সুপারিশ প্রতিবেদনসহ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকবেন।	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (শগঋক)
৮.	ক) অডিট আপত্তি এবং পেনশন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপনঃ মোট অডিট আপত্তি-২২টি, ব্রডশীট জবাব-২২টি	১: (ক) বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ জেলা অফিসমূহ নিয়মিতভাবে মনিটরিং করবেন এবং মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		(খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে কৃষকদের/উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে রাজস্ব খাত হতে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	হিসাব শাখা।
	খ) বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, Quarterly Budget Meeting, বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বরাদ্দ অনুসারে ব্যয় বিষয়ে আলোচনা।	২:ক) মাসিক সমন্বয় সভার সাথে Quarterly Budget Meeting করতে হবে।	হিসাব শাখা।
		খ) বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রত্যেক শাখার সাথে আলোচনা করে বাজেট প্রণয়ন করবে। অন্যথায় কোন বাজেট যাবে না।	হিসাব শাখা।
		গ) কি কি কারণে বিভাগীয় অফিস ও আঞ্চলিক অফিসে বাজেট যথাযথভাবে ব্যয় হয় নি তার কারণ উল্লেখ করে মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)
	গ) ট্রেজারী চালান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে সয়ংক্রিয় চালান প্রক্রিয়ায় ট্রেজারী চালানের অর্থ সরকারের হিসাবে জমাকরণ।	ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০২/০৯/২০১৯ তারিখের ১২.০০.০০০০.০১২.৩২.০২০.০৭-৭৭৯ এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৮/২০১৯ তারিখের ০৭.১০৩.০০০০.০০.১৮.০০৩.১৯-৩১৭ সংখ্যক স্মারকের মর্মানুযায়ী ট্রেজারী চালান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে সয়ংক্রিয় চালান প্রক্রিয়ায় ট্রেজারী চালানের অর্থ সরকারের হিসাবে জমা করতে হবে।	সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।
৯.	ICT শাখাঃ ই-ফাইলে সদর দপ্তরে প্রাপ্ত ডাক ১২১৭, ই-ফাইলে নিষ্পন্ন ৯৫১, ই-ফাইলে পত্র জারী ১৩০টি। এছাড়া ঢাকা বিভাগে ৪২টি, বরিশালে ৭০টি, চট্টগ্রামে ৯৮টি, রাজশাহী ৫৭টি, খুলনায় ৪৯টি, রংপুরে ৪০টি ও সিলেট ৪৯টি পত্র ই-ফাইলে জারী করা হয়েছে।	১: (ক) জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় হতে কমপক্ষে ৫০% পত্র ই-ফাইলে প্রেরণ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (আইসিটি)।
		(খ) যে সকল জেলায় অদ্যবধি ই-ফাইলে কার্যক্রম শুরু করা হয়নি বা কার্যক্রম সন্তোষজনক নয় সেকল জেলার বাজার কর্মকর্তাদের সমন্বয় সভায় ডাকতে হবে এবং জবাবদিহি করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (আইসিটি)।
		গ) যে সমস্ত জেলা অনলাইনে বাজারদর প্রেরণে পিছিয়ে আছে তাদেরকে নিয়মিত বাজারদর আপলোডের বিষয়ে তাগাদা দিতে হবে এবং অধিক অনিয়মকারী জেলাসমূহকে শোকজ দিতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		(ঘ) শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে ই-নথির	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (আইসিটি)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঙ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের website কে user friendly করার জন্য জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান সবুজ, জনাব নিখিল চন্দ্র দে, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক কে সদস্য, বেগম শাহনাজ বেগম নীনা, উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) কে সভাপতি এবং মোঃ বায়েজীদ বোস্তামী, সহকারী পরিচালক কে সদস্য-সচিব করে কমিটি গঠন করতে হবে।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
১০.	APA-চুক্তিঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সাথে সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক এবং প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচালকদের মধ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন সমঝোতা স্মারক।	১: (ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের APA-চুক্তি অনুযায়ী সকল বিভাগের উপ-পরিচালক এবং সদর দপ্তরের সকল শাখা প্রধানগণ তাঁদের স্ব-স্ব সূচকের আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০০% কার্যাদি সম্পন্নপূর্বক প্রমাণকসহ প্রতিবেদন প্রেরণ এবং প্রত্যেক সমন্বয় সভায় মাসিক অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন। (খ) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের APA'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে সংযুক্ত প্রমাণকসমূহ যেন বস্তুনিষ্ঠ হয় সে বিষয়টি বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ নিশ্চিত করবেন। (গ) সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী APA'র কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ঘ) APA চুক্তি অনুসারে শাখাসমূহের লক্ষ্যমাত্রার তথ্য প্রত্যেক শাখায় প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	APA ফোকাল পয়েন্ট। শাখা প্রধান (সকল)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালক। APAফোকাল পয়েন্ট। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। APAফোকাল পয়েন্ট। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। APAফোকাল পয়েন্ট।
১১.	SDG বাস্তবায়নঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে SDG বিষয়ে সচেতনতা, সম্যক ধারণা লাভ এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে একটি অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজনের জন্য সভায় একমত পোষণ করা হয়।	(১) SDG বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যসমূহ সুনির্দিষ্টকরণ পূর্বক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে গৃহিত কার্যক্রমের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। খ) বিভাগ/জেলা পর্যায়ে SDG বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। গ) চিঠির বিষয়ে আপডেট জানাবেন।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)
১২.	শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিস্পত্তি।	১: (ক) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শুদ্ধাচর বিষয়ে পৃথক সভা অনুষ্ঠানসহ মাসিক সমন্বয় সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। বিভাগীয় কার্যালয়ে Action Plan এবং Guideline অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে সদর দপ্তরে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
১৩.	তথ্য অধিকার আইন।	(১) তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-অনুযায়ী তথ্য প্রদান করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য অধিকার (সদর দপ্তর)।
১৪.	সেন্ট্রাল মার্কেট পরিচালনার জন্য জনবল নিয়োগ।	(১) সেন্ট্রাল মার্কেটের নিজস্ব আয় থেকে জনবল নিয়োগ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক, ঢাকা।
১৫.	ইনোভেশন টিম	(ক) ইনোভেশন আইডিয়া ব্যাংক সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ উদ্ভাবনমূলক আইডিয়া সৃজনপূর্বক সদর দপ্তরে প্রেরণ করবে এবং সেই তালিকা হতে যাচাই-বাছাই করে ওয়েব-সাইটে প্রকাশ অব্যাহত রাখতে হবে।	ইনোভেশন অফিসার। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ ইউসুফ)
মহাপরিচালক
E-mail: dg@dam.gov.bd